শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে গঠিত কেন্দ্রীয় তহবিল (আরএমজি) থেকে মৃত্যু/পঙ্গুত্বজনিত কারণে শ্রমিকদের অনুকূলে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের চেক প্রদান অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

শাপলা, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়, ঢাকা, রবিবার, ১২ ভাদ্র ১৪২৪, ২৭ আগস্ট ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

তৈরি পোশাক ও বস্ত্র শিল্প মালিকগণ,

শিল্প-বাণিজ্য অঙ্গনের অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ,

বিদেশী ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীগণ,

ও উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে গঠিত কেন্দ্রীয় তহবিল (আরএমজি) থেকে মৃত্যু/পঙ্গুত্বজনিত কারণে শ্রমিকদের অনুকূলে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের চেক প্রদান শীর্ষক অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শোকের এই মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে নিহত সকল শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

আমি ৩রা নভেম্বর ১৯৭৫ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নৃশংশভাবে হত্যাকৃত চার জাতীয় নেতার আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। সেইসঙ্গে আমি ৩০ লাখ শহীদ, যাদের আত্মত্যাগ এবং ২ লাখ মা-বোন, যারা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন, তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

আজ প্রথমবারের মতো শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে গঠিত কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে মৃত্যু/পঙ্গুত্বজনিত কারণে ২৩৪ জন শ্রমিকের অনুকূলে চেক প্রদান করা হচ্ছে। আমি উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাই এজন্য যে তারা রপ্তানি মূল্যের ০.০৩% হারে এ কেন্দ্রীয় তহবিলে রাখছেন।

আমি মনে করি, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ এর সদস্য ছাড়াও যে সকল প্রতিষ্ঠান পোশাক রপ্তানি করে, তাদেরকেও কেন্দ্রীয় তহবিলের আওতায় আনতে হবে এবং রপ্তানি করতে হলে তাদেরকে বিজিএমইএ অথবা বিকেএমইএ'র সদস্য হতে হবে। বিষয়টি পর্যালোচনা করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিচ্ছি।

সুধিমন্ডলী,

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বপ্ন দেখেছিলেন সোনার বাংলার। আমরাও জাতির জনকের দেখানো পথ ধরে ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত ও সন্ত্রাসমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০২১ সালের রূপকল্প ঘোষণা করেছি। এই রূপকল্প অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে ও ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশে পরিণত করা হবে। এ লক্ষ্য অর্জনে আমরা শিল্পায়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার উপর জোর দিয়েছি।

অতীতে যখন আমরা সরকারে ছিলাম, তখনও আমরা ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন, শিল্পায়নকে প্রধান এজেন্ডা হিসেবে নিয়ে কাজ করেছিলাম। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পের উন্নয়নে অনেকগুলো সময়োপযোগী বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলাম।

২০০৯-১৩ মেয়াদেও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশেষ করে সার্বিক ব্যবসায়িক কাঠামোর উন্নতি সাধণের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করি। শ্রমিক কল্যাণেও আমরা বেশ কিছু কাজ করেছি। প্রথমবারের মতো গার্মেন্টস মহিলা শ্রমিকসহ কর্মজীবি দরিদ্র ল্যাকটেটিং মা'দের জন্য ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেছি।

শিল্পের স্বার্থে প্রথমবারের মতো দেশে শিল্প পুলিশ গঠন করে দিয়েছিলাম আমরাই, যার সুবিধা আপনারা এখন পর্যন্ত ভোগ করছেন। আমার সরকার বিজিএমইএ'কে C.O. ইস্যু করার ক্ষমতাও প্রদান করেছেন। পোশাক শিল্পের স্বার্থে BGMEA University of Fashion and Technology (BUFT) এর চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে আমার সরকার।

২০১৪ সালে তৃতীয় মেয়াদে সরকার গঠন করার পর থেকে এপর্যন্ত পোশাক শিল্পের স্বার্থে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। পোশাক শ্রমিকদের মজুরি ৩ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫ হাজার ৩শ টাকা করেছি।

চলতি অর্থ বছরে বাজেট প্রস্তাবনায় এ শিল্পের জন্য অগ্রিম আয়কর ১.০০ শতাংশ ঘোষণা করেও পরবর্তীতে তা কমিয়ে পূর্বের হার ০.৭০ শতাংশ বহাল রেখেছি। তৈরি পোশাক শিল্পে সবুজ কারখানার ক্ষেত্রে আয়করের হার ২০ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ১০ শতাংশ এবং অন্যদের ক্ষেত্রে ২০ শতাংশের পরিবর্তে ১২ শতাংশ নির্ধারণ করেছি। নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পে প্রি-ফেব্রিকেটেড বিল্ডিং এর কাঁচামাল ও অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রপাতির আমদানি শুল্ক হ্রাস করে ৫% করা হয়েছে। চট্টগ্রামসহ সকল স্থল ও নৌবন্দরে মালামাল আমদানি-রপ্তানির কাজে ২৪ ঘন্টা কাষ্টমস ষ্টেশন খোলা রাখার ব্যবস্থা করেছি।

মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়নে ব্যাপক পদক্ষেপ নিয়েছি। শ্রমিক-মালিক সৌহার্দ্যপূর্ণ্য সম্পর্ক স্থাপন, শ্রমিকদের আইনগত অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং শ্রম কল্যাণে বহুবিধ কর্মসূচি, যেমন - শ্রমকল্যাণ ফাউন্ডেশন এবং রফতানিমুখী শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য কল্যাণ তহবিল গঠন করেছি। কলকারখানার কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করেছি।

শ্রম আইন সংশোধন ও শ্রম বিধিমালা জারীর মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে আমার সরকার বহুবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। পোশাক শিল্পের উদ্যোক্তারা যাতে ২ শতাংশ সুদে ঋণ নিয়ে শ্রমিকদের জন্য নিজস্ব জমিতে ডরমিটরী স্থাপন করতে পারেন, সে ব্যবস্থাও করে দিয়েছি। এসবই করেছি শিল্পের স্বার্থে।

আমি বিজিএমইএ'কে ধন্যবাদ জানাই এজন্য যে, তারা শ্রমিকদের কল্যাণে অনেকগুলো যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। সদস্যভুক্ত কারখানাগুলোতে গ্রুপ বীমা বাধ্যতামূলককরণ, শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য হাসপাতাল নির্মাণ, বিজিএমইএ এর নিজস্ব দপ্তরে ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত পরামর্শক সেল খোলা, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি সবই বিজিএমইএ'র প্রশংসনীয় উদ্যোগ। নিজস্ব উদ্যোগে এই কাজগুলো করা অন্যান্য শিল্পের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত বটে।

উদ্যোক্তাদের এই কাজগুলো আরও বেগবান করার জন্যই আমার সরকারের পক্ষ থেকে শতভাগ রপ্তানিখাতের শ্রমিকদের কল্যাণে শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীনে কেন্দ্রীয় তহবিল গঠন করা হয়েছে। এ তহবিল থেকে কোন শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে দূর্ঘটনাজনিত/পেশাগত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে/স্থায়ী অক্ষমতা ঘটলে সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী অথবা যথাযথ উত্তরাধিকারীকে ৩ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হবে।

আবার, কোন সুবিধাভোগী চাকুরিরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে বা কর্মক্ষেত্রের বাইরে কোন দূর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ অথবা স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে গেলে ২ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হবে। এ তহবিল থেকে অসুস্থ সুবিধাভোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা বা আর্থিক অনুদান প্রদান এবং সুবিধাভোগীদের পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান, সামাজিক নিরাপত্তামূলক সুবিধা হিসেবে বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপনেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

তাছাড়া, শ্রমিকদেরকে ডাটাবেইজের আওতায় না এনে কল্যাণ তহবিল হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হলে বিভিন্ন ধরনের জটিলতার উদ্ভব হতে পারে। তাই, আমি বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ'কে ডাটাবেইজ এর কাজ অতি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করছি।

সুধিমন্ডলী,

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে অবশ্যই মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এক্ষেত্রে পোশাক শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। **২০২১** সালের রূপকল্প বাস্তবায়নে শিল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ প্রয়োজন হবে। আপনারা দেখেছেন ইতিমধ্যেই আমার সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করেছে, যার সুফল ভোগ করছে দেশবাসী।

জ্বালানীখাতে আরও কাজ করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। একটি দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানী নীতি আমাদের প্রয়োজন। ইনশাআল্লাহ, আমাদের এই মেয়াদেই এটি আমরা সম্পন্ন করবো। Special Economic Zone-গুলো প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়ে গেছে। ৪ লেনবিশিষ্ট ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ককে ৬ লেনে রূপান্তর করার কাজটি আমাদের পরিকল্পনায় রয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

তৈরি পোশাকসহ আমাদের বেশিরভাগ পণ্য স্বল্পমূল্যের ফাঁদে আটকে আছে। আমাদের এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমাদের প্রতিযোগিতামূলক সুবিধাগুলোকে উন্নততর উৎপাদনশীলতার উপর ভিত্তি করে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। একই সঙ্গে আমাদের শিখতে হবে কি করে বর্তমান পণ্যসামগ্রীতে অধিক মূল্য সংযোজন করা যায়। যাতে করে তৈরি পোশাকসহ সর্বক্ষেত্রেই আমরা ভালো মূল্য পেতে পারি। পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি এবং বাজার সম্প্রসারণে বর্তমান সরকার বিভিন্ন প্রনোদনামূলক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তবে এক্ষেত্রে শুধু প্রনোদনাই যথেষ্ট নয়।

আমাদের মূলধন ও প্রযুক্তিতে বেশি বিনিয়োগ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন করতে হবে। আমাদের আরও বেশি করে চিন্তা করতে হবে, আরও উন্নতমানের পণ্য কিভাবে বাজারজাত করতে পারি।

ভবিষ্যৎ অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থানের জন্য পণ্যের বৈচিত্র্য এবং পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে উদ্ভাবন শক্তি, সৃজনশীলতা এবং কাষ্টমাইজড উৎপাদনের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে ভবিষ্যতের জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। তখনই কেবল বিশ্বব্যাপী পণ্য ও সেবার 'সাপ্লাই চেইন'-এ আমরা নিজেদের টিকিয়ে রাখতে পারবো।

পরিশেষে, আজকে কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে শ্রমিকদের হাতে চেক তুলে দেওয়ার মাধ্যমে শ্রমিক কল্যাণে আমরা আরও একধাপ এগিয়ে গেলাম। এটি শিল্পের জন্য এক শুভ সূচনা। আগামীতে শ্রমিক ভাই-বোনদের জন্য আরও কিছু করার পরিকল্পনা আমাদের সরকারের রয়েছে।

সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' গড়ে তুলবো, ইনশাআল্লাহ।

আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

...